অশক্ত, দুর্বল, ন্যুব্জ কাঁধে অ্যাতো বোঝা! কি করবেন ইয়াজউদ্দীন?

হিফজুর রহমান

১. বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু

দশজন উপদেষ্টা নিয়ে তিন মাসের কঠিন ও বন্ধুর পথ পরিক্রমা শুরু করলেন রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমদ। কারা হলেন তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য-এখবর এখন সবারই জানা। দেশের সবাই এখন খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন, কোন উপদেষ্টা কোন রাজনৈতিক দলের সুপারিশে দায়িত্ব পেয়েছেন। কারণ, স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টার নিরপেক্ষতাই যখন প্রশ্নবিদ্ধ, তখন অন্যদের বিশ্বাস করার সাহস কোথায়? এক উপদেষ্টা বিচারপতি ফজলুল হক ইতোমধ্যেই তার বয়সজনিত (সম্ভবতঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে চোদ্দ দলকে এক চোট নিয়ে ফেললেন সাভার স্মৃতি সৌধে শহীদদের উদ্দেশে পুষ্পমাল্য নিবেদন করতে গিয়ে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তার আচরণ দেখে সবাইই অবাক। শেখ হাসিনা সহ চোদ্দ দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তার উপদেষ্টাদের নিরপেক্ষতা যাচাই করার জন্যে তিন দিন অবজারভেশনে রাখবেন বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাতেই উত্তপ্ত হয়ে পড়েন বিচারপতি ফজলুল হক। তিনি বলেন, কেন আমরা কি ক্রিমিনাল যে আমাদের অবজারভেশনে রাখতে হবে? অথচ, তার পরদিনই আরেক উপদেষ্টা ও সাবেক অর্থ সচিব ড. আকবর আলী খান ইতিবাচক ভঙ্গীতেই বলেন, কেবল তিনদিন কেন, তিন মাস ধরেই আমাদের অবজারভেশনে রাখা উচিত। চোদ্দ দল ও আইনজীবীগন ইতোমধ্যেই বিচারপতি ফজলুল হককে একটি বিশেষ জোটের প্রতি বিরাগ প্রদর্শনের জন্যে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। কারণ, শপথ গ্রহনের সময় তারা সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, তারা কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ দেখাবেননা। ফলে ঠোকাঠুকি লেগেই গেল উপদেষ্টা পরিষদের নিরপেক্ষতা নিয়ে। স্বয়ং ইয়াজউদ্দীনই তো ছিলেন জিয়া পরিষদের প্রধান। সুতরাং তাকেই বা নিরপেক্ষ বলা যায় কি করে?

২. অশক্ত, দুর্বল, ন্যুব্জ কাঁধে অ্যাতো বোঝা! কি করবেন ইয়াজউদ্দীন?

গত ১ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দফতর বিতরণ হয়ে গেল। যেখানে ষাট জন মন্ত্রী ছিলেন বিএনপি'র সেখানে মাত্র দশজন উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার কাঁধে অনেকগুলো দফতরের বোঝাইতো চেপে বসার কথা। হলোও তাই। তবে, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমদ তার অশক্ত, দুর্বল, ন্যুব্জ কাঁধে নিয়েছেন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শিক্ষা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ভার। এছাড়া তার হাতে রইলো আরো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়।

বয়স তার ছিয়াত্তর। অবশ্য বয়সে কিইবা আসে যায়! কিন্তু, মাত্র ক'দিন আগেই তার অসুস্থতা নিয়ে মঞ্চস্থ এক দারুণ নাটকের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন বিএনপি সরকারতো তাকে প্রায় বিদায় দিয়ে আরো বিশ্বাসভাজন স্পীকার জমিরউদ্দীন সরকারকে রাষ্ট্রপতি পদে বসানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল। সেই অসুস্থ রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হয়েই অ্যাতোগুলো দায়িত্বের বোঝা যে নিয়ে ফেললেন, সেটা কি তাকে আরো অসুস্থ করে ফেলবেনা? তার শপথ গ্রহনের দিনেও তাকে বেশ অসুস্থ, অশক্তও মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল নিষ্প্রান। তিনি হঠাৎ করে অ্যাতো প্রাণ ফিরে পেলেন কোন বটিকা যোগে সেটা জানতে বড়োই ইচ্ছে হয়।

একে সব রাজনৈতিক দলের রগড়া রগড়ি তার ওপর নিজের অসুস্থতা, এই সবই তার জন্যে অত্যন্ত প্রতিকূল এটা কি ইয়াজউদ্দীন বুঝতে পারছেন? এইসব কঠিন কঠোর মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বতো তিনি সাবেক সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সি এম শফি সামি, সাবেক অর্থ সচিব ড. আকবার খান-এর ওপরওতো দিতে পারতেন। নাকি নির্বাচনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব অন্যের ওপর দিয়ে তিনি খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলেন না? এর মধ্যেও কোন নীল নকশা নেই তো? আর সেটা থাকলেও অশক্ত, ন্যুব্জ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা কি শেষপর্যন্ত সব সামলে উঠতে পারবেন?

৩. অথঃ পাপেট ও পাপেট মাস্টার সমাচার

ঢাকা থেকে প্রকাশিত শীর্ষস্থানীয় সাপ্তাহিক ২০০০ এর সাম্প্রতিক সংখ্যার প্রচ্ছদে দুই পাপেট মাস্টার তাদের চার সূতোর মাথায় খেলাচ্ছেন ইয়াজউদ্দীনকে এরকমই একটি কম্পিউটার গ্রাফিক্স ছাপা হয়েছে। পাপেট মাস্টার দু'জনার একজন হচ্ছেন ম্যাডাম খালেদা জিয়া এবং আরেকজন তারই সুপূত্র তারেক জিয়া। ছবিটি কাল্পনিক। কিন্তু, এটা সত্য হবার সম্ভাবনাও কি নেই? ইয়াজউদ্দীন আহমদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং সংবিধানের তিনটি অপশন টপকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়ার পর পল্টনের জনসভায় ম্যাডাম জিয়া সরবে ঘোষণা/নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি যা বলবেন সবাইকে তাই মানতে হবে। ক্ষমতা ছাড়ার পর বা হস্তান্তরের পর ম্যাডাম কি রাষ্ট্রপতির পক্ষে এমন ঘোষণা দিতে পারেন না দেয়া সঙ্গত হয়? এই ঘোষণাই কি বলেনা,ইয়াজউদ্দীন তাদের হাতের পুতুল? গত ক'দিনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদ। অনেক বদলি, বদল হয়েছে সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনে। সাবেক সরকারের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগও বাতিল হয়েছে অনেকগুলো। কিন্তু, তাতেও স্বস্তি মিলছেনা মোটেও। বদলি হয়ে বিএনপি'র জায়গায় জামায়াত আসছে, জামায়াতের জায়গায় বিএনপি। যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এমন একজন মানুষকে যিনি জামায়াতের সাথে সখ্যতার দোষে দুষ্ট এবং বিএনপি সরকারের আমলে মাত্র চার বছরে তিনি উপ সচিব থেকে যুগ্ম ও অতিরিক্ত সচিব থেকে পুরোদস্তুর সচিব হয়ে পদোন্নতির রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এরকম অবশ্য আরো অনেকে আছেন। তবে, এই স্বরাষ্ট্র সচিবেরই ওপর আসন্ন নির্বাচনের অনেকটাই নির্ভর করছে। কারণ, পুলিশ, সিভিল প্রশাসন, বিডিআর সবই তার হাতে। আর ইয়াজউদ্দীন যেহেতু এই মন্ত্রণালয় নিজের হাতে রেখেছেন তারই কারণে ওই বিতর্কিত স্বরাষ্ট্র সচিবকে ডিফ্যাক্টো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললে কি ভুল বলা হবে? এটাও কি পাপেট মাস্টারদের সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ নয়?

ঢাকার বহুল প্রচারিত দৈনিক প্রথম আলোর ২ নভেম্বর সংখ্যার প্রথম পাতায়ই লীড নিউজ-এর শিরোনাম ছিল, "প্রশাসন বিএনপি-জামায়াতের কবজায়/শেষ পর্যন্ত নির্দলীয় করা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেল"। এই শিরোনামই যথেষ্ঠ ইয়াজউদ্দীনের সদিচ্ছাকে ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যে।

৪. ঘোলা জলে মাছ শিকার

বিচারপতি ফজলুল হককে নিয়ে বিতর্ক শুরু হবার পর পরই বিএনপি'র পক্ষ তেকেও বিতর্ক তৈরীর প্রয়াস শুরু হয়েছে কোন কালক্ষেপন ছাড়াই। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে দুই উপদেষ্টা সিএম শফি সামি ও সুলতানা কামাল গতকাল ১ নভেম্বর রাতে সুধা সদনে যান আওয়ামী লীগ ও চোদ্দ দল নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে। তারা বরতে গিয়েছিলেন, তাদের পেশকৃত ১১ দফা প্রস্তাব বিবেচনা করতেও কয়েকদিন সময় লাগবে। সুতরাং তারা ৩ নভেম্বরের যে আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন সেটা যেন বিবেচনা করেন। সম্ভবতঃ শেখ হাসিনার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই ইয়াজউদ্দীন বা

উপদেষ্টা পরিষদ তাদের এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু, একসময়ের অতিবাম ও প্রগতিশীল নেতা এবং বর্তমান বিএনপি'র মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এই কাজটিকে আবার সংবিধান লংঘন বলে অভিহিত করে ওই দুই উপদেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানান আজ। ঘোলা জলে মাছ শিকার করার বিএনপি নীতির উজ্জল প্রতিফলন ঘটালেন মান্নান ভুঁইয়া।

আসলে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান উপদেষ্টার কর্মকান্ডে খুব একটা যে স্বস্তি পাচ্ছেননা বিএনপি'র নীতি নির্ধারকরা তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের মনে একটা আতঙ্ক রয়েই গেছে আর সেটা হলো ইয়াজউদ্দীনের মনে যদি হঠাৎ বিবেক জাগ্রত হয়ে যায়? তাহলে তাদের অবস্থা হবে ভয়াবহ। একথা জেনেই তারা সকল প্রকার এঞ্জিনিয়ারিং করেও স্বস্তিতে থাকতে পারছেননা।

আজ ৩ নভেম্বর শুক্রবার বিরোধী দলগুলোর আল্টিমেটাম শেষ হবার দিন ছিল। কথা ছিল পল্টনের জনসমাবেশ থেকে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেবেন। কিন্তু, সেই ডাক না দিয়ে শেখ হাসিনা আরো সাতদিন সময় দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাদের নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্যে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন সহ ১১ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার জন্যে। এটা সম্ভবতঃ সম্ভব হয়েছে শফি সামি ও সুলতানা কামালের দুতিয়ালিরই কারণে। কিন্তু, সেটাও ভুঁইয়াদের জন্যে সহনযোগ্য কোন বিষয় থাকছেনা।

৫. সংবিধানের জন্যে চোরের মায়ের মড়াকান্না

গত কিছুদিন ধরেই বিএনপি ও তার দোসরদের দেশের সংবিধান নিয়ে মড়াকান্না আর থামছেনা। প্রথমে বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা বানাবার জন্যে ধারাবাহিক মড়াকান্না ছিল ওদের সবার। কে এম হাসান অনেক রক্ত বইয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালনে অপারগতার কথা জানাবার পর আরেক দফা মড়াকান্না শুরু হলো। এবার হলো সংবিধান অনুসারে প্রধান উপদেষ্টা খোঁজার মড়াকন্না। বিরোধী দল কে এম হাসানের ব্যাপারেই আপত্তি জানিয়েছিল শুধু, তাও দলীয় ছাপ থাকার কারণে। আর বিএনপি আপত্তি জানালো বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী ও বিচারপতি হামিদুল হকের ব্যাপারে। ফলে আরেকটা অপশন টপকে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা বানাতে আর কোন অসুবিধে রইলো না। সেই সাথে সংবিধান বাঁচলো বলে তারা অনেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারই ধারাবাহিকতা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। সংবিধানে হাত দেয়া যাবেনা, সংবিধান বদলানো যাবেনা এরকম কথা গলা ফাটিয়ে তারা বলে চলেছেন। কিন্তু, কাটা ছেঁড়া করতে করতে ১৩ বার যে সংবিধান সংশোধন করা হয়ে গেছে অনেক দুর্বৃত্তের হাতে সেকথা তো কেউ বলেননা। অনেক হত্যাকান্ডকেও যে বৈধতা দেয়া হয়েছে এই সংবিধান সংশোধন করে সে কথা কে বলবে?

ক'দিন আগে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার সশস্ত্র ও প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী এবং এদেশের অনেক সোনার সন্তানের হত্যার নায়ক জোট সরকারের সমাজকল্যান মন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদও বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত রাখার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এরপর এদেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার হয় আত্মহত্যা করা উচিত, নইলে একাত্তরের মতো আরেকবার যুদ্ধ করার অঙ্গীকার, স্বাধীনতাবিরোধীদের নির্মূল করার অঙ্গীকার করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

৬. এখন সময় অপেক্ষার

এখন সময় অপেক্ষার ও দেখার যে, সংবিধান বাঁচে, না দেশ বাঁচে, না দেশের সাধারণ মানুষ বাঁচে। সবাই অনেক আশায় বুক বেঁধে আছেন, শেষ পর্যন্ত বিবেক জাগ্রত হবে। দেশ বাঁচবে ক্ষমতার খেয়ো

খেয়ি আর রাজনৈতিক সুবিধাবাদের হাত থেকে। মানুষ বাঁচবে পারিবারিক লুটেরাতন্ত্র থেকে এবং যুবরাজদের তীব্র ক্ষমতা লিপ্সা ও অর্থ লিপ্সা থেকে।

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ৩ নভেম্বর ২০০৬, রাত ১১-৫৫ মিনিট

সুধী পাঠক,

পরিবেশ ও পরিস্থিতি থিতু না হওয়া অবধি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতীক হালাবস্থার উপর প্রতি হপ্তায় ঢাকা থেকে হিফজুর রহমান আমাদের বিশ্ব বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে গবেষনামূলক একটি প্রতিবেদন লিখে যাবেন। তার ক্ষুরধার সমালোচনা ও বিচক্ষন মন্তব্যে বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতির অনেক বাস্তব ও সত্য কথা বেরিয়ে আসছে বলে ইতিমধ্যে সিডনীবাসী প্রচুর বাংলাদেশী পাঠক আমাদের জানিয়েছেন। তার রাজনৈতীক বিশ্লেষন ক্ষমতা ও মেধার জন্যেই তিনি প্রায় দীর্ঘ এক দশক বাংলাদেশস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের সর্বচ্চো পদবীর বাংলাদেশী কর্মকর্তায় উন্নিত হয়েছিলেন। তিনি উক্ত হাই কমিশনের সিনিয়র পলিটিকেল এন্ড ইকনোমিক অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দেখুন আগামী হপ্তায় বাংলাদেশ বিষয়ে হিফজুর রহমান আপনাদের কি পরিবেশন করছেন। ধন্যবাদ

- - প্রধান সাম্পানওয়ালা